রেল বার্তা

শিয়ালদহ-বারাকপুর সেকশনে ট্রেন অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের শিয়ালদহ-বারাকপুর সেকশনে সোমবার বিকেল ৪টে ১০ মিনিট থেকে ছাত্রছাত্রীরা ট্রেন অবরোধ শুরু করে। আগরপাড়া স্টেশনে এই অবরোধ শুরু হয়। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তাদের বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় ফি বাড়িয়েছে এই অভিযোগে ছাত্রছাত্রীরা এদিন আগরপাড়া স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করে। এর ফলে স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। ৪টে ৪২ মিনিটে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ফলে ৯টি ইউএমইউ ট্রেন (৫টি আপ এবং ৪টি ডাউন) ট্রেন গড়ে ২৫ মিনিট করে দেরিতে চলাচল করে। একটি ইএমইউ লোকাল বাতিল করা হয়। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পরীক্ষায় যেসব প্রার্থীরা পরীক্ষার ফি হিসেবে ৫০০ টাকা দেবে, তারা যদি পরীক্ষায় বসে, তবে ৪০০ টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া তফসিলি জাতি-উপজাতি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সেনাকর্মী, সংখ্যালঘু ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২৫০ টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে। এই শ্রেণির পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পুরো টাকাটিই ফেরত পাবে বলে জানানো হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, ফি ফেরত দেওয়ার প্রধান কারণ যাতে একমাত্র সিরিয়াস পরীক্ষার্থীরাই এই পরীক্ষায় বসেন। প্রায় ১ লক্ষ পদ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পূরণ করা হবে এই পরীক্ষার মাধ্যমে। রেল মন্ত্রক দাবি করেছে, এই পরীক্ষা হবে বিশ্বের বৃহত্তম নিয়োগ পরীক্ষা।

১৯৮৯ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাবার হয়ে প্রচার করেছিলেন শ্রীদেবী

চেন্নাই/মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী শ্রীদেবী তাঁর দৃপ্ত চাহনি এবং অবিস্মরণীয় অভিনয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শককে মন জয় করেছিলেন। সেই শ্রীদেবী যে রাজনীতিতেও খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও নজর কেড়েছিলেন, তা এখন অনেকেই বিস্মৃত। চিত্রজগতে অসাধারণ সাফল্যের কারণে শ্রীদেবীকে সকলে অভিনেত্রী হিসেবেই মনে রেখেছে। অনেকেই বোধহয় জানেন না, ১৯৮৯ সালে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীদেবী কিন্তু তাঁর বাবার হয়ে প্রচারও করেছিলেন। কারণ ওই নির্বাচনে শিবকাশী কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে লড়াই করেন তাঁর বাবা কে আয়াপ্পান।

প্রয়াত এমজি রামচন্দ্রনের মৃত্যুর পর সেটাই ছিল তামিলনাড়ু বিধানসভার প্রথম নির্বাচন। ফলে রামচন্দ্রন পরবর্তী যুগে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে কার জমানা শুরু হবে, তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকটি আসনে তীব্র লড়াই হয়েছিল। চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল এইসব আসনে। ডিএমকে, কংগ্রেস এবং এআইএডিএমকে'র দু'টি গোষ্ঠী (একটি জয়ললিতা পরিচালিত এবং অন্যটি এমজিআর-এর বিধবা জানকী রামচন্দ্রন পরিচালিত) এই নির্বাচনে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। শ্রীদেবীর বাবা কে আয়াপ্পানকে শিবকাশী কেন্দ্রে প্রার্থী করে কংগ্রেস নিঃসন্দেহে চমক দিয়েছিল। আয়াপ্পান পারিবারিক সূত্রে কংগ্রেসের সমর্থক হলেও এর আগে কখনও সক্রিয় রাজনীতি করেননি। ফলে শিবকাশী কেন্দ্রে আয়াপ্পানের নিয়োগে দলীয় কর্মীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দেয়। তামিলনাড়ুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জি কে মুপানরকে এগিয়ে আসতে হয় সেই বিক্ষোভ থামাতে। তিনি আয়াপ্পানকে প্রার্থী করা কংগ্রেস হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করেন। আয়াপ্পান দিল্লিতে রাজীব গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন। কারণ এর আগে তামিলনাড়ু সফরে এসে রাজীব বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাজীব তাঁর হয়ে নির্বাচনী প্রচারেও আসেন। তবে ১৯৮৯ সালে এই বিধানসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুর একঝাঁক তারকা রাজনীতিতে তাদের ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছিলেন। পরোক্ষে হলেও শ্রীদেবীর উপস্থিতি নির্বাচনের গ্ল্যামার আরও বাড়িয়েছিল। শোনা যায়, শ্রীদেবীকে কংগ্রেসই প্রচারে এনেছিল। তাঁকে প্রচার করাতেও চেয়েছিল। কিন্তু শ্রীদেবী বাবার হয়ে শিবকাশী কেন্দ্র ছাড়া আর কোথাও প্রচার করতে রাজি হননি। ওই নির্বাচনে আয়াপ্পান অবশ্য ডিএমকে'র প্রবীণ নেতা পি শ্রীনিবাসনের কাছে ৫০০০ ভোটে হেরে যান।

মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে শিলংয়ের একটি কেন্দ্র থেকে ইভিএম মেশিন এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসছেন নির্বাচনী আধিকারিকরা।

গুজরাতের মতো কর্নাটকেও মন্দিরে ঘোরা শুরু রাহুলের

দুর্নীতি ও সিদ্দারামাইয়া সরকার সমার্থক : অমিত শাহ

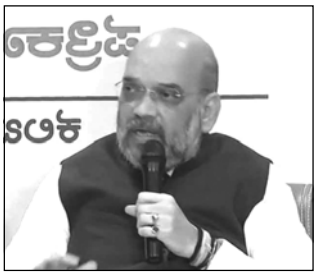

বেঙ্গালুরু/কালাবুর্গি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : কর্নাটকে রাহুল তিনদিনের নির্বাচনী সফরে এসেছেন। দ্বিতীয় দিনেই রামদুর্গের গড়ছি মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ চাইলেন। এক পক্ষকালেরও কম সময়ের মধ্যে এটি তাঁর দ্বিতীয় কর্নাটক সফর। অন্যদিকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কর্নাটকে কংগ্রেসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে রাজ্যে ঘাঁটি গেড়েছেন অমিত শাহ। সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শাসক সিদ্দারামাইয়া সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বলেছেন, রাজ্যে দুর্নীতি ক্রমশ বাড়ছে। সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ এই সরকার।

বস্তুত, কর্নাটকে দুর্নীতি আর সিদ্দারামাইয়া সরকার সমার্থক হয়ে উঠেছে। রাহুল গান্ধি রবিবার দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করেই তাঁর আক্রমণের অভিমুখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মোদী নিজেকে দেশের চৌকিদার বলে বর্ণনা করলেও কেন তিনি পিএনবি প্রতারণা কাণ্ডে নীরব রয়েছেন, তা জানতে চান কংগ্রেস সভাপতি।

রাহুল এদিন উত্তর কর্নাটকের ভিজাপুরা এবং বগালকোট জেলায় যান। সেখানে দলীয় সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মোদীজি কর্নাটকে এসে দুর্নীতি নিয়ে অনেক কথা বলছেন। তিনি বলে থাকেন দেশ তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করেনি, চৌকিদার করেছে। রাহুলের প্রশ্ন, দেশের মানুষ তাঁকে চৌকিদারই যদি করে থাকবে তবে নীরব মোদী কাণ্ডে তিনি নীরব কেন? রাহুল আরও বলেছেন, একদিকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন তিনি দেশের চৌকিদার, অন্যদিকে তাঁর দলেরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীকে রাহুলের কটাক্ষ, 'মোদীজি প্রায়ই বলে থাকেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে মানুষ ব্যাঙ্কিং লাইনে দাঁড়ান। কিন্তু আম আদমিকে লাইনে দাঁড়াতে বললেও স্যুট-বুট পরা কোনও লোককে এই লাইনে কখনও দেখা যায় না।

তীব্র ভাষায় মোদীকে আক্রমণ করে রাহুলের আরও অভিযোগ, দেশের সব চোর তাদের কালো টাকাকে সাদা করে ফেলেছে, আর এই কাজে সাহায্য করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্যদিকে গত কয়েকদিন ধরে কর্নাটকে ঘাঁটি গেড়ে বসা থাকা অমিত শাহ সোমবার কালাবুর্গির জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অভিযোগ করেন, কার্যত সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ কর্নাটকের বর্তমান সরকার। কি অইনশৃঙ্খলা, কি উন্নয়ন সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। দুর্নীতি ক্রমশ বাড়ছে অথচ কংগ্রেস সরকার হয় চোখ বুজে রয়েছে, নয় এই দুর্নীতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

শাহ'র আরও অভিযোগ, সিদ্দারামাইয়া সরকারের কৃষক পরিবারগুলির প্রতি অসতর্ক মনোভাবই তাদের আত্মঘাতী হতে বাধ্য করছে। কার্যত সিদ্দারামাইয়ার নির্দেশেই পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশ যাবতীয় মামলা তুলে নিয়েছে। শাহ রবিবার দাবি করেছেন, কংগ্রেস সরকার আগামী নির্বাচনে পরাস্ত হবে। নতুন সরকার গড়বে বিজেপি। ২০২২-এর মধ্যে কর্নাটকে প্রত্যেকটি গরিব পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে পাকা বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে পালন করা হবে।

প্রসঙ্গত, রাহুল গান্ধি প্রায় সর্বত্রই বলে থাকেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী বিস্তর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে এসেছিলেন। কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতিই তিনি রাখেননি। সম্ভবত রাহুলের আক্রমণের কথা মনে রেখেই বিজেপি সভাপতি এদিন মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা কর্নাটকের মানুষকে মনে করিয়ে দেন। রবিবারই রাহুল কর্নাটকের সভায় কৃষিঋণ মকুব না করায় নরেন্দ্র মোদীকে একহাত নেন। রাহুলকে পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়েই অমিত শাহ এদিন দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী আখ চাষিদের সমস্যা নিয়ে সবসময়ই উদ্বিগ্ন। ক্ষমতায় আসার পর আখ আমদানি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্ধ করতে পেরেছেন তিনি। এছাড়া র' সুগার আমদানিও বন্ধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলেই ৪০ শতাংশ আমদানি শুল্ক যেমন বেঁচে যাচ্ছে, তেমনই উত্তর প্রদেশ ও কর্নাটকে আখ চাষিরাও রক্ষা পেয়েছেন। শাহ'র দাবি সিদ্দারামাইয়া সরকার সবসময় আশঙ্কায় ভুগছে, সেই আশঙ্কাটি হল মোদীর জনপ্রিয়তা ফের কর্নাটকে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে দেবে।

এদিকে কর্নাটকে পা দিয়েই রাহুল গান্ধি গুজরাতের মতোই মন্দিরে ঘোরা শুরু করেছেন। এদিন তিনি রামদুর্গের গরচি মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এ নিয়েও ভ্রু কুঁচকেছে বিজেপি। কারণ শাহকে এখনও পর্যন্ত মন্দিরে মন্দিরে ঘুরতে দেখা যায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, নির্বাচনী দামামা পুরোপুরি বেজে উঠলেই বিজেপি নেতাদেরও মন্দির পরিদর্শন শুরু হয়ে যাবে। তখন যে দু'পক্ষের মধ্যে এ নিয়েও ফের বিবাদ শুরু হবে না, তাও একপ্রকার নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

হিন্দুদের এককাট্টা হওয়ার অনুরোধ মোহন ভাগবতের

মিরাট, ২৬ ফেব্রুয়ারি : মুখ খুলেই আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বিতর্কের জন্ম দিলেন। তিনি পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মিরাটে 'রাষ্ট্রদিবস সম্মেলনে' ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ভারতই একমাত্র সারা বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে। আর এজন্য হিন্দুদের এককাট্টা হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি হিন্দু ভারতবাসীকে দেশের জন্য এক হতে হবে। কারণ হিন্দুদের মনে রাখা উচিত, ভারতের ঐক্য ধ্বংস করার জন্য একদল মানুষ ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি হিন্দুকে এককাট্টা হতে হবে। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ভাগবত ছাড়াও বিজেপির কয়েকজন প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এঁরা প্রায় সকলেই পশ্চিম উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সংসদে গিয়েছেন এবং আরএসএসের আশীর্বাদের হাত এঁদের মাথায় রয়েছে। এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা হলেন, মহেশ শর্মা, জেনারেল ভি কে সিং, সত্যপাল সিং এবং চেতন চৌহান ও ধরমসিং সাইনির মতো যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা।

বিজেপির একাধিক মন্ত্রীর সামনেই স্বাগত ভাষণ দিতে উঠে আরএসএস প্রধান বলেন, মনে রাখতে হবে সব হিন্দুই ঐক্যবদ্ধ। হিন্দুরা যে ঐক্যবদ্ধ এজন্য দেশ গর্বিত। হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ রাখা এখন সরকারেরও কাজ। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, দেশ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তবে একাধিক বাধা পেরিয়ে সাফল্যলাভ সম্ভব। কিন্তু দেশবাসী যদি ঐক্যবদ্ধ না হন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তার সুযোগ নেবে। আরএসএস প্রধান অবশ্য আলাদা করে কোনও দেশের নাম বলেননি। এরপরই তিনি চলে আসেন আরএসএস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের কথায়। তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে ভাগবত বলেন, আরএসএসে এই মুহূর্তেই ১,৭০,০০০ স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন। তাঁরা নানারকম সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। জাতির সেবায় তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি বিহারের একটি জনসভায় আরএসএস প্রধানের মন্তব্য বিতর্ক তৈরি করেছিল। সংঘ পরিবারের কৃতিত্ব জাহির করতে গিয়ে ভাগবত সেখানে মন্তব্য করেছিলেন, সংঘ মাত্র তিনদিনে সেনা-কর্মীদের তৈরি করে দেবে, যা করতে সেনাবাহিনীর ৬-৭ মাস লাগে। এই মন্তব্য করে তিনি সংঘ পরিবারের শক্তির কথা বলতে চেয়েছিলেন। যদিও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে এই মন্তব্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রাহুল গান্ধি সহ বিরোধী নেতারা এই মন্তব্যের মধ্যে সেনাবাহিনীকে হেয় করার মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেন। আরএসএস শেষ পর্যন্ত সংঘের স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তুলনা করেননি ভাগবত বলে বিতর্কে জল ঢালে। আরএসএস সম্মেলনে ভাগবত সোমবার যে মন্তব্য করেছেন, তাও ফের বিতর্কের সৃষ্টি করবে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের একাংশের। ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে তিনি ফের হিন্দুদের এককাট্টা হওয়ার কথা এদিন বলেছেন। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হলে বাইরের কোনও শক্তি যে তার ক্ষতি করতে পারবে না একথাও বলেছেন তিনি। কংগ্রেসের একটি মহলের মতে, কিছু কিছু মৌলবাদী শক্তি আরএসএসের এইসব মন্তব্য শোনার জন্য মুখিয়ে থাকে। আর প্রায় নিয়ম করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ভাগবত দেশবিরোধী কাজই করছেন।

ত্রিপুরার ৬ কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরার ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে সোমবার পুনর্নির্বাচন হয়। এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হচ্ছে ধানপুর, সোনামুরা, তেলিয়ামুরা, কদমতলা-কুর্তি, অম্পিনগর এবং সাব্রুম। সকাল থেকেই ভোট দিতে লাইনে দাঁড়ান ভোটদাতারা। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় ভোটদান। উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ভোটদান শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, ভোটারদের সংখ্যার সঙ্গে ভোটদানের সংখ্যা মিলছে না। এরপরই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে ত্রিপুরার শাসকদল সিপিএম। নির্বাচন কমিশন ওই ৬টি কেন্দ্রের ভোটকে বাতিল করে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করে। সেই কেন্দ্রগুলিতেই সোমবার ভোট নেওয়া হয়। ফল ঘোষণা ৩ মার্চ।

৫ বছরের কমবয়সিদের জন্য নীল রঙের 'বাল আধার কার্ড'

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : কোনওরকম বায়োমেট্রিক তথ্য ছাড়াই তৈরি হবে এ ধরনের আধার কার্ড। তবে শিশুর বয়স ৫ বছর পূর্ণ হলে বড়দের মতোই বায়োমেট্রিক সব তথ্য দিতে হবে। ৫ বছরের কমবয়সিদের জন্য চালু করা হল নীল রঙের 'বাল আধার কার্ড।'

প্রসঙ্গত, বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও আনা হয়েছে আধারের আওতায়। তবে এবার ৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের জন্য ভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই শিশুদের জন্য সরকার চালু করেছে নীল রঙের আধার কার্ড। এই আধার কার্ডকে বলা হচ্ছে 'বাল আধার কার্ড'। আধার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, কোনওরকম বায়োমেট্রিক তথ্য ছাড়াই তৈরি হবে এ ধরনের আধার কার্ড। তবে শিশুটির বয়স ৫ বছর পূর্ণ হতে হবে। ৫ বছর পূর্ণ হলেই বড়দের মতো বায়োমেট্রিক সব তথ্য দিতে হবে। আবার বয়স ১৫ হলে ফের একবার আধার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তার সম্পর্কে নেওয়া হবে। আধার কার্ড শিশুদের জন্য চালু করা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। শিশুদের জন্য আদৌ আধার চালু করা উচিত কি না, তা নিয়ে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। যদিও সরকার এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই ৫ বছরের কমবয়সিদের জন্য এবার চালু হল নীল রঙের 'বাল আধার কার্ড।

সব সরকারি বৈঠকের ভিডিও রাখতে চায় কেজরিওয়াল সরকার

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : চলতি সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের সরকারি বাসভবনে মুখ্যসচিব অশু প্রকাশকে দুই আপ বিধায়ক নিগ্রহ করেছেন বলে ব্যাপক হইচই হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেজরিওয়াল সরকার সব সরকারি বৈঠকের ভিডিও রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

সরকারের এক মুখপাত্র এদিন বলেছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের সঙ্গে অফিসারদের বৈঠকের ভিডিও এবং অডিও আউটপুট রাখা হবে। ওয়েবসাইটে প্রয়োজন হলেই তা দেখা যাবে। ভবিষ্যতে আপ সরকারের বিরুদ্ধে যাতে সরকারি অফিসাররা কোনওভাবেই কোনওরকম অভিযোগ করতে না পারেন, তাই এই সিদ্ধান্ত। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। তাই দিল্লি সরকারের আসন্ন বাজেটে এ বাবদ অর্থ নির্দিষ্ট করা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে তার আগে পরিকল্পনাটি মন্ত্রিসভায় পাস হওয়া চাই।

৫২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ বীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাল দেশ। এই উপলক্ষে রাজধানী দিল্লিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত, বিনায়ক দামোদর সাভারকর বীর সাভারকর নামে দেশবাসীর কাছে পরিচিত। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁর দেশভক্তি ও সাহসের জন্য স্মরণীয়। প্রসঙ্গত, ১৯৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু হয় সাভারকরের।

সাভারকর ইংরেজ অফিসারের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। এই কারণে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয় তাঁকে। শাস্তি হয় ৫০ বছরের কারাদণ্ড। যদিও ১৯২১ সালে তিনি মুক্তি পান।

হিন্দুত্বের প্রবক্তা সাভারকরকে আরএসএস ও বিজেপি নেতারা এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানান। টুইটারেও তাঁকে স্মরণ করা হয়। যদিও মহাত্মা গান্ধি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিল বীর সাভারকরের নাম। তাঁকে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে চার্জশিট দেয় পুলিশ। কিন্তু পরে পুলিশ নিজেদের দাবির সমর্থনে কোনও প্রমাণ দেখাতে না পারায় তাঁকে মুক্তি দেয় আদালত। এর আগে ১৯১০ সালে ইন্ডিয়া হাউসে বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। দু'দফায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তাঁর। পাঠানো হয় আন্দামানের সেলুলার জেলে। বীর সাভারকর দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিলেন বলে অভিযোগ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাভারকরকে ফের স্মরণ করে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

তিনি হিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষক বলে একসময় সাভারকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে সাভারকরের নতুন করে মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। সাভারকর যে সময়ে জন্মেছিলেন, সেই সময় হিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষকতা অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয় বলেও মন্তব্য করা হয়েছে। উনি হিন্দুত্ব বলতে কোনওরকম সাম্প্রদায়িকতা বোঝাতে চাননি।

NOTICE INVITING e-TENDER

No. e-tender-DB/CD/DP/2018/960

Diglipur, dated : 23/02/2018

The Executive Engineer, Construction Division, APWD, Diglipur invites on behalf of the President of India sealed item rate e-tenders for the following work(s):-

1. NIT No.98/EE/CD/DP/2017-18 Name of work:- Providing and laying Pipe Line i/c storage tank's for proposed Vikash Mela ground. **Estimate cost:** ₹ 4,11,021/- Earnest Money: ₹ 8,220/- & time of completation: 30 days. **(Tender ID: APWD** 353....)

2.NIT No.99/EE/CD/DP/2017-18 Name of work:- Construction of katcha approach road and Parking at Diglipur. **Estimate cost:** ₹ 7,65,198/- Earnest Money: ₹ 15,304/- & time of completation: 30 days. **(Tender ID: APWD** / 354....)

The e-tender form and other details can be downloaded from the website. The Last date of bid submission will be **12-03-2018** upto **15:00** hours. Other details/ information can be seen on website www.and.nic.in and eproc.and.gov.in.

1617/18 **EE, CD, APWD, Diglipur**

NOTICE INVITING TENDERS

The **Executive Engineer Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I** on behalf of *Pradhan, Gram Panchayat, Netaji Nagar, Hutbay* invites separate sealed item rate tenders (in CPWD form-8) from the approved, eligible and experienced contractors of appropriate class of APWD for the below mentioned work.

1. **NIT NO.** EE/PRI/SAD-I/MPLAD/17-18/737 **Name of Work:** - Construction of Community Hall at Ward No. 01 under Gram Panchayat Netaji Nagar, Hutbay under MPLADs Scheme. **Estimate Cost : - Rs.** 55, 44,321/- **Earnest Money: Rs.** 1,10,886/- **Time of Completion : -** Twelve (12) Months.

The tender forms and other details can be obtained from the Office of the **Assistant Engineer** Panchayati Raj Institution, Hutbay on Payment of Rs. 1000/-. The last date of receipt of application to purchase tender form will be **15/03/2018** up to 4.00 PM. Other details/information can be seen on website www.and.nic.in.

Unique Nos- 50919
Tender Nos- 0033-2018-4155

1626/18

Executive Engineer, Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I Junglighat, Port Blair South Andaman